DEC. 05 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

বন্ধ হবে কেন?

বাংলাদেশে সবসময় ছাত্র রাজনীতির একটি ঐতিহ্য রয়েছে। পাকিস্তানী আমলে ছাত্র রাজনীতি আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। দেশপ্রেমিক ছাত্রদের দুর্বার আন্দোলন-সংগ্রামের বিশেষ অবদান রয়েছে আমাদের স্বাধীন দেশের একটি পতাকা সগৌরবে উত্তোলনের ব্যাপারে। ছাত্র রাজনীতিকে তাই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। অথচ ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছাত্র রাজনীতি প্রশ্নে আশ্চর্যজনক, নেতিবাচক ও অনভিপ্রেত কথা বলেছেন। গত সোমবার দৈনিক জনকণ্ঠসহ অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, রবিবার জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপনী বৈঠকে রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেছেন, শিক্ষাঙ্গনে হানাহানি ও অরাজকতা চলতে থাকলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া হবে।

পাকিস্তানী আমল থেকে ছাত্র রাজনীতি চলছে। এটা স্বীকৃত। স্বাধীনতার আগে এবং পরে কোন সরকারই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার কথা বলেননি। আইয়ুবী আমলেও কনভেনশন মুসলিম লীগের সময় এমন কথা শোনা যায়নি। আসলে এখন শিক্ষাঙ্গনে হানাহানি ও অরাজকতার জন্য দায়ী কারা সে কথা অন্য সকলের মতো প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও জানেন। বিএনপির ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলই নির্বাচনের পরে শিক্ষাঙ্গনে চরম অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করে চলেছে। বিরোধী দলের ছাত্র সংগঠন তো বর্তমানে আত্মরক্ষাতেই ব্যস্ত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী যে তাঁর দলের ছাত্র সংগঠনের ওপর মহাবিরক্ত ও ক্রুদ্ধ ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া সম্পর্কিত এই বক্তব্য সম্ভবত তারই বহির্প্রকাশ। অনেকের ধারণা হতে পারে যে, ছাত্রদলকে লক্ষ্য করেই তিনি এ কথা বলেছেন। এর আগেও ছাত্রদলের প্রতি তাঁর বিরক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। কিছুদিন আগে তিনি ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করে দিয়েছেন।

জাতীয় সংসদের একই অধিবেশনে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভুঁইয়া বলেছেন আরেকটি অগণতান্ত্রিক কথা। তিনি বলেছেন, শেখ হাসিনা যদি হরতাল বন্ধ না করেন তাহলে সরকার আইন করে হরতাল বন্ধ করে দেবে। এটা কেমন কথা? ক্ষমতায় আসার আগে বিগত পাঁচ বছরে তাঁরা হরতালে-হরতালে দেশ সয়লাব করে দিয়েছিলেন। হরতালে বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করেছিলেন। অথচ আওয়ামী লীগের মাত্র একদিনের আধা বেলা হরতাল কর্মসূচীতে তাঁরা এতটা বেসামাল হয়ে পড়েছেন যে, হরতাল আইন করে বন্ধ করে দেয়ার মতো কথা বলতে দ্বিধাবোধ করছেন না। হরতাল জনসাধারণের প্রতিবাদ ও ক্ষোভের বহির্প্রকাশের হাতিয়ার। ব্রিটিশ আমল থেকে হরতাল চলছে। পাকিস্তানী আমলেও চলেছে। ব্রিটিশ শাসকরা হরতাল নিষিদ্ধ করার কথা ভাবেনি। পাকিস্তানী আমলেও হরতাল আইন করে নিষিদ্ধ করার কথা কেউ চিন্তা করেনি। হরতাল জনসাধারণের সংবিধানসম্মত গণতান্ত্রিক অধিকার। এই অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার তথা চিন্তা করলেন কিভাবে মন্ত্রী?

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা এবং আইন করে হরতাল বন্ধ করার যে ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী মহলে তা তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। রাজনীতিকদের মতে এ ধরনের কথা দূরভিসন্ধিমূলক। যারা আইন করে হরতাল নিষিদ্ধ করতে পারে তারা আইন করে গণতন্ত্রও নিষিদ্ধ করতে পারে। আসলে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা সরকারকে স্বৈরাচারী প্রবণতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। সাম্প্রতিক কথাবার্তা তারই ইঙ্গিতবহ নয় কি? মশাল মিছিল নিষিদ্ধ করা সম্পর্কেও একই ধারণা জন্মে। ঢাকা মহানগর পুলিশ হরতালের আগের দিন মশাল মিছিল নিষিদ্ধ করেছে। অথচ পাকিস্তানী আমল থেকে গত ২ ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত দেশে মশাল মিছিল নিষিদ্ধ ছিল না।

দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকার অনেক কিছুই করতে পারে এবং করবে। এমনকি তারা গোটা সংবিধানই বাতিল করে দিতে পারে। সরকার কি করতে যাচ্ছে সে কথা আমাদের জানা নেই। তবে যেসব আলামত ইতোমধ্যে পাওয়া শুরু হয়েছে তাতে গণতন্ত্রের প্রতি তাঁদের আস্থা ও বিশ্বাসই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠেছে।